ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

পর্যায়ক্রমে দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রূপান্তর করে কন্ট্যাক্ট সময় বৃদ্ধি করে শিখনফল অর্জন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি 2010 এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর এক বছর থেকে দুই বছরে উন্নীত করার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকগণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সকল শিক্ষকগণকে শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে আন্তরিকতা বৃদ্ধি করতে হবে । এছাড়াও ইউআরসি আড়াইাজার, নারায়ণগঞ্জ এর নিম্নোক্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে-

- আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, প্রেষণা ও উদ্দীপনা প্রদান করা।
- শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন (নিবিড়) ও সুপারভিশন জোরদার করা।
- পাঠপরিকল্পনা ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকগণকে উৎসাহ ও প্রেষণা প্রদান করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।
- বাল্য বিবাহ রোধ করা, শুদ্ধাচার, মাদককে না বলা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা।
- Action Research ও নিউজ লেটার প্রকাশ করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পঠন ও লিখনশৈলীর দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান।
-

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- অনলাইন বিদ্যালয় পরিদর্শন (ই- মনিটরিং) কার্যক্রম ফলপ্রসূ ও জোরদার করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পঠন ও লিখন শৈলীর দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষকদের চাহিদার আলোকে প্রমাপ অনুযায়ী সাব-ক্লাস্টার লিফলেট প্রনয়ণ ও প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিদর্শন কর|
- স্ব- স্ব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রেষণা ও তাগিদ দেওয়া।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম/ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং শুদ্ধাচার বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষর্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহ ও আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিএড ৪র্থ টার্মের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্নকরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের আলোকে শিখন শেখানো কাজে সহায়তা করা।

প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির জন্য বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন।

Home visit, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও অভিভাবক দিবসেন মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, মাদক ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার নিমিত্তে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের সহিত মতবিনিময় অব্যাহত রাখা।